প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ম মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ:

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
২।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০১টি	০১টি	-	-	-	০১টি	১১২.৫০%	-	-

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১টি।**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:**

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন (২য় সংশোধিত)।	২৪,৬৯১.৮০	১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৯

সংযুক্তি-১

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১। পরিদর্শিত শেরপুর পিটিআই-এর অধিকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে ভূমির মালিকদের মধ্যে মামলা থাকায় জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারী হয়নি। ১.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর পিটিআই সুপারিনন্টেনডেন্টের বাসভবনের ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ১.৩। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং মেরামতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং হোস্টেলের ছাদের যে অংশ খোলা রয়েছে (উটঙ্গক) সে অংশটি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ঢেকে দেওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়। । ১.৪। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-টি যে স্থানে নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বন্যা হলে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পানি উঠে যায় বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ১.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১৬৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ১.৬। প্রকল্পটি মোট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়ে কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি।	১.১। পরিদর্শিত শেরপুর পিটিআই-এর অধিকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে ভূমির মালিকদের মধ্যে মামলা থাকায় জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারী হয়নি। ভূমি সংক্রান্ত এ মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর পিটিআই সুপারিনন্টেনডেন্টের বাসভবনের ছাদে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ১.৩। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং মেরামতের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং হোস্টেলের ছাদের যে অংশ খোলা রয়েছে (উটঙ্গক) সে অংশটি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন সেখান থেকে বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি পড়তে না পারে। ১.৪। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-টি যে স্থানে নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বন্যা হলে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পানি উঠে যায় বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। পিটিআই-এর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্ষা মৌসুমে পানি যেন জমে না থাকে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পিটিআই কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১৬৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিভাগকে অবহিত করবে। ১.৬। প্রকল্পটি মোট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল । প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়ে কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অডিট সম্পাদনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্পাদিত অডিট প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ১.৭। পরিদর্শিত ৩টি পিটিআই এবং তথ্য সংগ্রহমতে অবশিষ্ট ৯টি পিটিআই-তে যে সকল সমস্যা/ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে তার সমাধান/ মেরামতের জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন** (সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১. **প্রকল্পের নামঃ** ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন (২য় সংশোধিত)।

২. **(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩. **প্রকল্পের অবস্থানঃ** ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলা।

৪. **প্রকল্পের ধরণঃ** বিনিয়োগ।

৫. **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয়মূল প্রঃ ব্যয়ের (%)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)			
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪,৮০৮.০০	২৬,৯৪৪.৭৬	২৪,৬৯১.৮০	১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪	১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৯	১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৯	-০.৪৭%	৫৪ মাস (১১২.৫%)

৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব(%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
১.	অফিসারদের বেতন	জন	৮০.৫৪	৪	৫৮.৭৫	৪
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	-	-	-	-
৩.	ভাতাদি	জন	১০৫.৪৮	৪	৩৭.৪৩	৪
৪.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২১৮.৭৮	থোক	১৩১.৪১	
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.৫০	থোক	৫.৩৯	
(খ) মূলধনব্যয়ঃ						
১.	যানবাহন	সংখ্যা	৫২.৬০	১	৫২.৮০	১
২.	ভারি ফটকপিয়ার	সংখ্যা	৮.৭০	৩	৮.৭০	৩
৩.	ডেস্কটপ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ	সংখ্যা	৬.৭৬	৭	৫.২৬	৫
৪.	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	১.৯৯	২	১.৯৯	১
৫.	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	০.৫০	২	০.০০	২
৬.	PMU এবং MoPME এর জন্য আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৭.২৪	থোক	১৩.২৩	থোক
৭.	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩৯৯.৪০	১২ পিটিআই	১২৯.৭৮	৫ পিটিআই
৮.	বিভিন্ন বিল্ডিং এর জন্য আসবাব	সংখ্যা	১৪২৮.৪০	১২পিটিআই	১,২১২.৩৯	১২পিটিআই
৯.	ওভারহেড ইলেক্ট্রিক লাইন ও সংযোগ	সংখ্যা	৮৯২.৬৭	১২ পিটিআই	৭০৫.৮৩	১২ পিটিআই
১০.	ভূমি অধিগ্রহণ / ভূমি ক্রয়	সংখ্যা	১৭১৯.৭০	১০পিটিআই	১৭১৯.৬৯	১০ পিটিআই
১১.	নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১৭,০৩৬.৬৬	১২ পিটিআই	১৭,৮২৪.৬৭	১২ পিটিআই
১২.	ভিত উন্নয়ন বাবদ খরচ	সংখ্যা	৪৮৩.২৪	১২ পিটিআই		
১৩.	গ্যাস সংযোগ	সংখ্যা	৩০.০০	১২ পিটিআই		
১৪.	পানি সরবরাহ ও ড্রেনেজ সিস্টেম	সংখ্যা	৩৫০.০০	১২ পিটিআই		
১৫.	১২ পিটিআই এর মাটি পরীক্ষা	সংখ্যা	২৪.০০	১২ পিটিআই	১৯.৫২	১২ পিটিআই
১৬.	বাউন্ডারী ওয়াল, গেট ও অভ্যন্তরীন রাস্তা	সংখ্যা	২৮৬৬.৮০	১২ পিটিআই	২,১৩৬.৯০	১২ পিটিআই
১৭.	গোপালগঞ্জ , বান্দরবান ও ঢাকা পিটিআই এর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	সংখ্যা	২৪০.০০	৩ পিটিআই	১৮৮.৪০	২ পিটিআই
১৮.	LGED এর জন্য পেশাদার ফি	@ ২%	৪৭১.২৫	@২%	৪৩৭.৭৭	২%
১৯.	DPHE এর জন্য পেশাদার ফি	@ ২%	৪.৮০	@২%	১.৯৫	২%
(গ) Physical contingency:		১%	২৩৭.২৭	১%	০.০০	
(ঘ)Price escalation		১%	২৩৭.২৭	১%	০.০০	
সর্বমোট			**২৬,৯৪৪.৭৫**		**২৪,৬৯১.৮৬**	

৭. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা যায়।

৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ । পটভূমিঃ

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচি (পিইডিপি ৪) শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দেশে বিদ্যমান ৫২টি জেলায় ৫৫টি পিটিআই দ্বারা ভবিষ্যতে নিয়োগ দেয়া শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ২০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব। পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং উক্ত পিটিআইগুলোতে প্রতি বছর ২০০০ জন শিক্ষককে সি-এন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ১২ জেলায় পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা।
- প্রতিবছর অতিরিক্ত ১,৭০০ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড/ ডিপিএড প্রশিক্ষণ দেয়া।

৮.৩। অনুমোদন পর্যায়সমূহঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মূল প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৮০৮.০০ লক্ষ টাকা জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪/০১/২০১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় গত ০৯/০৩/২০১১ তারিখে। পরবর্তীতে প্রকল্পটিতে কিছু সংশোধন আনয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা থেকে ২৫,৮৭৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে বৃদ্ধিপূর্বক জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রথম সংশোধন করা হয় যার প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে । জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় ঢাকা পিটিআই এর নির্মাণের স্থান পরিবর্তন করে নতুন স্থানে পিটিআই নির্মাণ, গোপালগঞ্জ, বান্দরবান ও ঢাকা পিটিআই এর পানির উৎসে সমস্যা থকায় ওয়াটার সাপ্লাই ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত এবং পরবর্তীতে পুনরায় প্রকল্প ব্যয় ২৫,৮৭৮.৪১ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধিপূর্বক ২৬৯৯৪.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫ থেকে বৃদ্ধিপূর্বক জানুয়ারি ২০১১ জুন ২০১৭ পর্যন্ত করা হয়। ২য় সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (১ম বার) জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৭ (অনুমোদনের তারিখ ৩০মে ২০১৭)এবং পুনরায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (২য় বার) জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত (অনুমোদনের তারিখ ২৮ জুন ২০১৮)। অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ মূলত জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯। উল্লেখ্য এই প্রকল্পটির ব্যয় নির্বাহ সম্পূর্ণই জিওবি দ্বারা হয়েছে।

৮.৪। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ১২টি পিটিআই এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- ১২টি পিটিআই এর ১২টি পুরুষ হোস্টেল নির্মাণ।
- ১২টি পিটিআই এর ১২টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ।
- ১২টি পিটিআই এর পিটিআই সুপার ও পিটিআই এসিস্ট্যান্ট সুপার এর বাস ভবন নির্মাণ।
- ১২টি এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয় নির্মাণ।
- ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ কাজ, অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, আসবাবপত্র সরবরাহ, বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন, ক্যাবল স্থাপন, ফিডার ক্যাবলসহ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও গ্যাস সংযোগ।

৮.৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
১.	ফজলে সিদ্দিক মোঃ ইয়াহিয়া উপপরিচালক, ডিপিই	২৩/০৩/২০১১	১০/০৭/২০১১	খন্ডকালীন
২.	মোঃ ইমরান হোসেন উপসচিব	১০/০৭/২০১১	২৬/১১/২০১২	পূর্ণকালীন
৩.	মোঃ আব্দুল মান্নান অতিরিক্ত সচিব	২৬/১১/২০১২	২৭/১২/২০১৭	পূর্ণকালীন
৪.	মোঃ ফজলুর রহমান ভুঁইয়া (যুগ্মসচিব)	০৫/০৩/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	খন্ডকালীন
৫.	মোঃ এনামুল কাদের খান (যুগ্মসচিব)	২৫/৭/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	খন্ডকালীন

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ-

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬,৯৯৪.৭৬ লক্ষ টাকার (সর্বশেষ সংশোধিত) বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৪,৬৯১.৮০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের ৯১.৪৬%। পিসিআর -এ আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত অর্থ বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থছাড়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		টাকা	বাস্তব অগ্রগতি
	২	৩	৪	৫	৭	৮
২০১০-১১	২৫.০০	২৫.০০	--	২৫.০০	০.৪৬	০.০০২
২০১১-১২	৪১০০.০০	৪১০০.০০	--	৪১০০.০০	৪০৯৫.২৫	১৬.৫৯
২০১২-১৩	৫৮৫০.০০	৫৮৫০.০০	--	৫৮৫০.০০	৫৭৮৭.৬৬	২৩.৪৪
২০১৩-১৪	৫০২০.০০	৫০২০.০০	--	৫০২০.০০	৫০০৩.৯০	২০.৪৪
২০১৪-১৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	--	৪৫০০.০০	৪৪২৮.৩৮	১৭.৯৩
২০১৫-১৬	২৪৭০.০০	২৪৭০.০০	--	২৪৭০.০০	১৭৭০.২৫	৭.১৭
২০১৬-১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	--	১৯৮০.০০	১৪২১.২০	৫.৭৬
২০১৭-১৮	২৭৯৮.০০	২৭৯৮.০০	--	১৯৮০.০০	১৬৫৩.০৬	৬.৬৯
২০১৮-১৯	৮৩৭.০০	৮৩৭.০০	--	৮৩৭.০০	৫৩১.০৬	২.১৫
মোট	২৮৬০০.০০	২৮৬০০.০০	--	২৬৭৬২.০০	২৪৬৯১.২২	১০০

(অব্যয়িত অর্থঃ ২৬৭৬২.০০-২৪৬৯১=২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকা)

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• ১২ জেলায় পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা।	এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং একই সাথে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে। নতুন করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।
• প্রতিবছর অতিরিক্ত ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড/ ডিপিএড প্রশিক্ষণ দেয়া।	পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি পিটিআইতে একটি একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারি প্রাচীর, এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ

নির্ধারিত সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৩। অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালচনা করে দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের কোনো অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ (external or internal) কোনো ধরনের অডিট সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক শৃংখলার জন্য উভয় অডিট সম্পাদন করা প্রয়োজন ছিলো।

১৪। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির পিসিআর মূল্যায়নের জন্য গত ২০ ফেব্রুয়ারি শেরপুর পিটিআই, ৩ মার্চ ঢাকার মিরপুরস্থ পিটিআই এবং ৪ মার্চ নারায়ণগঞ্জ পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, পিটিআই সুপারিন্টেনডেন্ট, সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, অন্যান্য ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১। শেরপুর পিটিআইঃ

এই পিটিআই-টির একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনটি ছয়তলা ভিতসহ একটি ৪তলা নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য ৪টি শ্রেণীকক্ষ, ১টি লাইব্রেরি কক্ষ, ১টি কম্পিউটার কক্ষ, ২টি ডাইনিং রুম এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির নিচ তলায় রয়েছে একটি ব্যবহারিক ক্লাস রুম, পিটিআই সুপারের কক্ষ, সহকারী সুপারের কক্ষ,ইন্সট্রাক্টরের কক্ষ এবং মিনি কনফারেন্স রুম। এই পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়টি ছয়তলা ভিতসহ ৬কক্ষ বিশিষ্ট ২য় তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। পিটিআই সুপারের জন্য ছয়তলা ভিতসহ দোতলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় তলায় পিটিআই সুপার এবং ১ম তলায় সহকারী সুপার বাস করেন। ৬তলা ভিতের উপর ৬তলা বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ১৬টি এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২৬টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ৪ জন করে প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারবে। হোস্টেল ভবনটির ২য় তলায় রিডিং রুম, নিচ তলায় ডাইনিং রুম করা হয়েছে। পিটিআই হোস্টেল ভবনের নিচ তলার ডাইনিং হলের মাঝ বরাবর ফলস পার্টিশন ব্যবহার করে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ডাইনিং রুম করা হয়েছে।



চিত্র: শেরপুর পিটিআই পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল।

১৪.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআইঃ

এ পিটিআই-টির একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনটি ছয়তলা ভিতসহ একটি ৪তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য ৬টি শ্রেণীকক্ষ, ১টি লাইব্রেরী কক্ষ, ১টি কম্পিউটার কক্ষ, ২টি ডাইনিং রুম এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির নিচ তলায় রয়েছে ব্যবহারিক ক্লাস রুম, পিটিআই সুপারের কক্ষ, সহকারী সুপারের কক্ষ,ইন্স্ট্রাক্টরের কক্ষ এবং ছোট একটি অডিটোরিয়াম। পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়টি ছয়তলা ভিতসহ ৬ কক্ষ বিশিষ্ট দোতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। ৩তলা ভিতসহ দোতলা ভবন পিটিআই সুপারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের ২য় তলার একটি রুমের ছাদে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সময়ে উক্ত ফাটল থেকে পানি মর্মে উপস্থিত পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়টি ছয়তলা ভিতসহ দোতলা ভবন নির্মিত হয়েছে। ৬তলা ভিতের উপর ৬তলা বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনটির নিচ তলায় ডাইনিং রুম, ২য় তলায় রিডিং রুম রয়েছে। পিটিআই হোস্টেল ভবনের নিচ তলার ডাইনিং হলের মাঝ বরাবর ফলস পার্টিশন ব্যবহার করে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ডাইনিং রুম করা হয়েছে।



চিত্র: একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, নরায়নগঞ্জ পিটিআই।



চিত্র: পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর বাসভবনের ছাদের ফাটল।

১৪.৩। ঢাকা পিটিআইঃ

এ পিটিআইটি রাজধানী ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। ঢাকা পিটিআই-তে এডিমিনিস্ট্রেটিভ, একাডেমিক, পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, পিটিআই সুপার কোয়ার্টার একটি বিল্ডিং-এ নির্মাণ করা হয়েছে। মূলত ঢাকা পিটিআই-এ জমি নিয়ে সমস্যা উদ্ভুত হওয়ায় এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে সময় বেশি ক্ষেপণ হয়। এই ভবনের দোতলায় পিটিআই সুপারের

অফিস কক্ষ, সহকারী সুপারের কক্ষ,ইন্স্ট্রাক্টরের কক্ষ, ছোট একটি অডিটোরিয়াম, একটি ডাইনিং রুম এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম এবং তিন তলায় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য একটি লাইব্রেরী কক্ষ, একটি কম্পিউটার কক্ষ ও একটি সেমিনার কক্ষ , চার তলায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি ক্লাসরুম ও একটি সেমিনার রুম নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা পিটিআই এর অডিটোরিয়ামের ধারণ ক্ষমতা একসাথে দুইশত এবং সেমিনার রুমগুলোর প্রতিটিতে ধারণ ক্ষমতা একশ জন। হোস্টেল শুরু হয়েছে বিল্ডিংটির পঞ্চম থেকে অষ্টম তলা পর্যন্ত । পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল এর মাঝখানে ইটের দেয়ালের স্থায়ী পার্টিশন দেয়া হয়েছে। পিটিআই বিল্ডিংটির নবম তলায় পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার, হোস্টেল সুপারের কোয়ার্টার এবং গেস্ট রুম রয়েছে। এখানে ভিআইপি গেস্ট রুম দুইটি ও তিনটি গেস্ট রুম রয়েছে। এই পিটিআইটিতে লিফট আছে চারটি। উল্লেখ্য, ঢাকা পিটিআইতে নতুন করে পরীক্ষণ বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়নি, বিদ্যমান মিরপুর শেরে বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পিটিআইটি নির্মণ করা হয়েছে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী মিরপুর শেরে বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ঢাকা পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।



চিত্র: ঢাকা পিটিআই।

১৪.৪। অবশিষ্ট ৯টি পিটিআইঃ

পরিদর্শিত ৩টি পিটিআই যথা- শেরপুর পিটিআই, নারায়ণগঞ্জ পিটিআই এবং ঢাকা পিটিআই ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় আরও ৯টি নবনির্মিত পিটিআই রয়েছে। এ সকল পিটিআই এর সমস্যা/ ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পিটিআইগুলোর সুপারিন্টেন্ডেন্টদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন এবং যে পর্যবেক্ষণগুলো উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ-

১৪.৪.১। লালমনিরহাট- বৃষ্টি হলে এই পিটিআই-এর একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলার গেস্টরুমের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে ।

১৪.৪.২। শরীয়তপুর- এ পিটিআই- এর তেমন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি নেই মর্মে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবহিত করেন।

১৪.৪.৩। গোপালগঞ্জ- এ পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোয়ার্টার আরসিসি ফ্লোরের চারপাশে ফেটে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে ডিজি অফিসে পত্র মারফত জানানো হয়েছে মর্মে গোপালগঞ্জ পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানান।

১৪.৪.৪। নড়াইল- এ পিটিআই- এর হোস্টেলের ছাদে পরিকল্পনা মাফিক যে অংশ ফাকা রাখা হয়েছে (DUCK) সে অংশগুলো দিয়ে বৃষ্টির পানি হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে যায় এবং এভাবে হোস্টেলের দরজাসহ বেশ কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে মর্মে পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবহিত করেন।

১৪.৪.৫। মেহেরপুর- এ পিটিআই এর ছাদে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যথাযথ নয় ফলে যে অংশ দিয়ে বৃষ্টির পানি নামে সে অংশের দেয়ালে ড্যাম্প হয়ে গিয়েছে মর্মে পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবহিত করেন।

১৪.৪.৬। বান্দরবান- এ পিটিআই-টি হস্তান্তর হয়েছে ২০১৭ সালে। ডিপিপি মোতাবেক বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণের কথা থাকলেও অদ্যাবধি তার কার্যক্রম শুরু হয়নি মর্মে পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানান।

১৪.৪.৭। রাজবাড়ী- এ পিটিআই-এ উল্লেখযোগ্য ত্রুটি নেই মর্মে পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবহিত করেছেন।

১৪.৪.৮। ঝালকাঠি- এ পিটিআই-এ র হোস্টেলের ছাদে পরিকল্পনা মাফিক যে অংশ ফাকা রাখা হয়েছে (DUCK) সে অংশগুলো দিয়ে বৃষ্টির পানি হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে যায়।

১৪.৪.৯। খাগড়াছড়ি- এ জেলার পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদে পরিকল্পনা মাফিক যে অংশ ফাকা রাখা হয়েছে (DUCK) সে অংশগুলো দিয়ে বৃষ্টির পানি হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে যায়। তবে পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানান যে এ বিষয়ে এলজিইডি কর্তৃক চলমান রয়েছে।

১৫। পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১। পরিদর্শিত শেরপুর ও ঢাকা পিটিআই পরিদর্শনকালে দেখা যায় বর্ণিত পিটিআইগুলোতে কোন গ্যাস সংযোগ নেই। ফলে পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীদের রান্নার জন্য সিলিন্ডারে গ্যাস ক্রয় করে রান্না করতে হয়। নতুন গ্যাস সংযোগের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে বর্ণিত পিটিআইগুলোতে গ্যাস সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। একটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অনেক। একসাথে অনেক প্রশিক্ষণার্থীর রান্নার জন্য সিলিন্ডারে গ্যাস ক্রয় করা ব্যয়বহুল।

১৫.২। শেরপুর পিটিআই পরিদর্শনকালে দেখা যায় এই পিটিআইটি মূল রাস্তার পাশে অবস্থিত। এই পিটিআইটির মূল এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনটির সামনের বারান্দায় কোন গ্রিল নেই ফলে এই বিল্ডিংটি অনেকটাই নিরাপত্তাহীন।

১৫.৩। শেরপুর পিটিআই পরিদর্শনকালে জানা যায় উক্ত পিটিআই এর ১.৫০ একর জমি ভুমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণের পরে জমির মালিকানা নিয়ে দুইটি গ্রুপ সিভিল কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। অদ্যাবধি উক্ত মামলা চলমান থাকায় শেরপুর পিটিআই-এর ভুমির জটিলতা নিষ্পত্তি হয়নি ফলে বর্ণিত পিটিআই- এর নামে জমির নামজারী হয়নি।

১৫.৪। পরিদর্শিত নারায়ণগঞ্জ পিটিআই- এর সুপারিনটেন্ডেন্টের বাসভবনের একটি কক্ষের ছাদে ফাটল ধরেছে এবং উপস্থিত পিটিআই সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনাব মোসফেকা বিনতে সুলতান জানান বৃষ্টি হলে উক্ত ছাদ থেকে পানি পড়ে। পূর্বে আইএমইডি-এর পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন (স্মারক নং-২১.১৬১..০১৪.৩৮.০০.০২৮.২০১০-৮৫ তারিখ-০২/০২/২০১৫) -– এ বিষয়টি উল্লেখ আছে । পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ বিষয়টি উল্লেখ থাকার পরেও তা সমাধান না করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে । এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএমইডির কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আমলে নেয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।।

১৫.৫। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই পরিদর্শনকালে দেখা যায়, হোস্টেল বিল্ডিং (মহিলা হোস্টেল) এর ষষ্ঠ তলায় পরিকল্পনা মাফিক ছাদের মাঝখানে কিছু কিছু জায়গায় খোলা (DUCK) রাখা হয়েছে। এই খোলা জায়গা থেকে বৃষ্টির পানি হোস্টেল বিল্ডিং এ ঢুকে যায় এবং এই কারণে ইতোমধ্যে উক্ত ফ্লোরের বেশ কিছু দরজা নিচের দিক থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১৫.৬। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই- এর হোস্টেল এর ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং-এর বেশ কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়েছে।

১৫.৭। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই পরিদর্শনকালে জানা যায় বর্ষাকালে উক্ত পিটিআই-এর হোস্টেল ভবন এবং একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের মাঝখানে প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চতার পরিমাণ পানি জমে যায়। উল্লেখ্য বর্ষাকালে পানি মূলত সম্পূর্ণ পিটিআই-তে পানি জমে যেত এ কারণে পিটিআই কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে পিটিআই ক্যাম্পাসের কিছু অংশে (এক্সপেরিমেন্ট স্কুল ও একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের মাঝখানে, পিটি গ্রাউন্ডে) মাটি ভরাট করেছে এবং এই কারণে এই পিটিআই পরিদর্শনকালে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পায়ে চলা পথের কিছু অংশ ঢাকা পড়ে গিয়েছে , বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত পায়ে চলা পথের সম্পূর্ণ অংশ দৃশ্যমান নয়। উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর যে অংশে মাটি ভরাট করা হয়েছে সে অংশ ব্যতীত বাকি অংশে বর্ষাকালে এই পিটিআই-এ পানি জমে থাকে। অর্থাৎ এই পিটিআই- এর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

১৫.৮। পরিদর্শনকৃত ছাড়া প্রকল্পের বাকি ৯টি পিটিআই- এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে কিছু কিছু সমস্যা উঠে এসেছে যেমন- বৃষ্টি হলে কোনো কোনো পিটিআই-এর বিভিন্ন বিল্ডিং এর ছাদ দিয়ে পানি পড়েবা এ কারণে দেয়ালে ড্যাম্প হয়ে যাচ্ছে, হোস্টেলের ছাদে পরিকল্পনা মাফিক যে অংশ ফাকা রাখা হয়েছে (DUCK) সে অংশগুলো দিয়ে বৃষ্টির পানি হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে যায় এছাড়া বান্দরবান পিটিআই- এর বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু হয়নি।

১৫.৯। মূল ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। সর্বশেষ সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় মোট ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা (আরডিপিপি ২য় সংশোধিত)। গ্রহণ করা হয়েছিল। পিসিআর পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় প্রকল্পের অনুকূলে মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ২৬,৭৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪৬৯১.২২ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড়ের সাথে মোট ব্যয়ের পার্থক্য ২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য অব্যয়িত

২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকার পরবর্তী সংস্থানের বিষয়ে প্রাপ্ত পিসিআরে উল্লেখ নেই এবং এ বিষয়ে উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো তথ্য প্রদান করেননি ।

১৫.১০। প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালচনা করে দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের কোনো অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ (external or internal) কোনো ধরনের অডিট সম্পাদন করা হয়নি এ বিষয়ে উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো তথ্য প্রদান করেননি।

১৬। সুপারিশঃ

১৬.১। পরিদর্শিত শেরপুর পিটিআই-এর অধিকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে ভূমির মালিকদের মধ্যে মামলা থাকায় জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারী হয়নি। ভূমি সংক্রান্ত এ মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর পিটিআই সুপারিনন্টেনডেন্টের বাসভবনের ছাদে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬.৩। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং মেরামতের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং হোস্টেলের ছাদের যে অংশ খোলা রয়েছে (DUCK) সে অংশটি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন সেখান থেকে বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি পড়তে না পারে।

১৬.৪। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই- টি যে স্থানে নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বন্যা হলে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পানি উঠে যায় বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। পিটিআই-এর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্ষা মৌসুমে পানি যেন জমে না থাকে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পিটিআই কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৬.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১৬৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিভাগকে অবহিত করবে।

১৬.৬। প্রকল্পটি মোট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল । প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়ে কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অডিট সম্পাদনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্পাদিত অডিট প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.৭। পরিদর্শিত ৩টি পিটিআই এবং তথ্য সংগ্রহমতে অবশিষ্ট ৯টি পিটিআই-তে যে সকল সমস্যা/ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে তার সমাধান/ মেরামতের জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১৬.৮। প্রকল্পের অব্যয়িত ২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকার বিষয়ে পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।